পদ্মা সেতু আমাদের জাতীয় সক্ষমতার প্রতীক

বহু বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে, মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই আমাদের স্বপ্নের মিনার যে পদ্মা সেতু তার কাজ শেষ হয়েছে। পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে ক্ষণ গণনা করছেন এদেশের আপামর জনতা। নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে বাস্তবে রূপায়িত হওয়া এই স্বপ্নের প্রকল্পটি কেবল সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোই নয়। একে বলতে হবে আমাদের জাতীয় সক্ষমতার অনন্য প্রতীক। কোটি কোটি বাঙালির মনে মনে থাকা ‘আমরাই পারি’- এই শব্দযুগলের মূর্ত প্রতীক হয়েই যেন দাঁড়িয়ে আছে সদ্যসমাপ্ত পদ্মা সেতু। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে এদেশের মানুষের নিজস্ব শক্তি আর সক্ষমতার ওপর সবচেয়ে বেশি যিনি আস্থা রেখেছেন তিনি বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সকল চ্যালেঞ্জের মুখেও অবিচল ও আপোশহীন থেকে তিনিই এ স্বপ্নের সেতুর কাজ শেষ করায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। পদ্মা সেতুর নাম আসলেই এর পেছনে তাঁর এমন অবিচল নিষ্ঠা ও আপোশহীনতার প্রসঙ্গ আসবে আরও বহু কাল। সরকার প্রধান হিসেবে দেশের মানুষের আত্মশক্তির ওপর তাঁর এমন আস্থা দেখে বারবার মনে পড়ে যায় বঙ্গবন্ধুর কথা। বঙ্গবন্ধুই আমাদের মধ্যে এমন আত্মশক্তির বীজ বুনে গেছেন। সেই জোরেই আমরা আজ এতোটা পথ পাড়ি দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি। সে বিচারে পদ্মা সেতুকে আপোশহীন গণমুখী নেতৃত্বের পরম্পরার ফসল হিসেবেও দেখা যায়।

বঙ্গবন্ধুর আজীবনের স্বপ্ন ছিলো এদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের আত্মশক্তির ওপর ভর করে একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। তাই তাঁর ডাকে পুরো জাতি এক হয়ে লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করেছিলো। স্বাধীন দেশে ‘যুদ্ধের ছাইভস্ম থেকে সমৃদ্ধির পথে’ এক নতুন অভিযাত্রা শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। দেশের দায়িত্বভার যখন তিনি কাঁধে নেন তখন তাঁর হাত শূন্য। শূন্য হাতে দেশ গড়ার কাজ হাতে নিয়েছিলেন দেশবাসীর আত্মশক্তির ওপর ভরসা রেখেই। তাই বিদেশি সহায়তার জন্য কখনও কোন আপোশ করেন নি। তাই বিশ্ব মোড়লরা যখন খাদ্য সহায়তা নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছিলো তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে বিশ্ব ব্যাংকের তখনকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কারগিল বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন পাকিস্তান আমলে সরকারের যে ঋণ ছিলো

ট্র্যাক রেকর্ড। সেই জাতীয় শক্তিরই প্রতীক এই পদ্মা সেতু। এই স্বপ্নের সেতুটি থেকে আমরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাধা পেড়িয়ে সফল হওয়ার অনুপ্রেরণা পাবো।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।